দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

598

অভিমত

ঢা. বিতে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন, কারা লাভবান হচ্ছে?

হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দেশের সচেতন অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র সকলেই উদ্বিগ্ন। সকলেরই প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ঘটছেটা কি? এ সময়কালে শহীদুজ্জামান নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক কর্তৃক এক ছাত্রীর প্রতি অশোভন আচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার সূত্র ধরে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক মহিলা ও পুরুষ পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় বড় হেডিংয়ে এ সংক্রান্ত খবরও প্রকাশিত হচ্ছে। ''যৌন নিপীড়ন-বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ'' নামের একটি ব্যানারে ক্যাম্পাসে প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। অপরদিকে ''ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষায় সচেতন ছাত্রসমাজ'' নামে একটি ব্যানারে কতিপয় ছাত্র গত ২৭-২৮শে ডিসেম্বর দু'দিন উপর্যুপরি যৌন নিপীড়নবিরোধীদের মিছিলে মধ্যযুগীয় কায়দায় হামলা চালিয়েছে। যার খবরও ইতোমধ্যে জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লিখিত দু'টি ক্ষুদ্রাকৃতি ছাত্র গ্রুপ এখন সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এদের পরস্পরবিরোধী অবস্থান, বক্তব্য এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অস্থিতিশীল ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সীমাহীন উদাসীনতায় দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকমাত্রই বিচলিত না হয়ে পারেন না।

পরিস্থিতিদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, মস্তানদের হল দখল, চাঁদাবাজি, শিক্ষার সমস্যা ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নই অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সংগঠনগুলো যখন উল্লিখিত ছাত্রী লাঞ্ছনাসহ অন্যান্য অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছিল, তখন এসব ছাত্র সংগঠনকে পাশ কাটিয়ে ভুঁইফোড় কিছু ব্যানার সৃষ্টি করে আন্দোলনের নামে এধরনের অরাজনৈতিক তৎপরতা ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ, প্রশ্ন ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। ইতোপূর্বেও দেখা গেছে, এদেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ছাত্র-রাজনৈতিক সংগঠনকে পাশ কাটিয়ে অমুক পরিষদ, তমুক ফোরাম নামের কিছু যেমনি হঠাৎ করে গজিয়ে উঠেছে, তেমনি হঠাৎ করেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কেননা অতি অস্থায়ী অবস্থানের কারণে এদেরকে কোন দায়দায়িত্ব বহন করতে হয় না। যতটা না ঐতিহ্য ও স্থায়ী অবস্থানের কারণে ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বহন করতে হয়। ফলে এসব কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির সামগ্রিক দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর উপরই বর্তাবে। তখন কোন অরাজনৈতিক ফোরামকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্তত অতীতের অভিজ্ঞতা তাই প্রমাণ করে। অতীতে দেশের যে কোন সংকট মোকাবিলায় ছাত্রসংগঠনগুলো যেভাবে এগিয়ে এসেছে, এবারও তেমনি এ সংকট নিরসনে ছাত্র সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসার কোন বিকল্প নেই।

একথা প্রতিটি সচেতন মানুষই স্বীকার করবেন যে, বিদ্যমান পশ্চাৎপদ, পুঁজিবাদী, বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারীরা সার্বিকভাবেই নির্যাতন এবং হয়রানির শিকার হচ্ছে। নারী তার কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পরিবারে তথা সর্বত্রই যৌন নিপীড়নসহ নানারকম নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও এ নির্যাতনের আওতার বাইরে নয়। বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা এবং মানুষের ভোগবাদী দর্শনের উচ্ছেদ সাধনের মধ্য দিয়েই ঐ নিপীড়নের চূড়ান্ত অবসান সম্ভব। তাই বলে নিপীড়নবিরোধী লড়াই-সংগ্রামও থেমে থাকেনি। সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নসহ অপরাপর প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো সংগ্রামরত। ইতোমধ্যেই অভিযুক্ত শিক্ষক শহীদুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, ঐ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটিতে এক মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে করে ছাত্রীরা নিঃসংকোচে তাদের অভিযোগসমূহ দাখিল করতে পারে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছিল। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও এ বিষয়ে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ জাতীয় ঘটনার সার্বিক উচ্ছেদ সাধনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। যার সঙ্গে সত্যিকার অর্থেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের হাজার মাইলের ব্যবধান রয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলো বিশেষত গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বরাবরের মতই এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই আন্দোলন করে চলেছে।

প্রশ্ন হলো, যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদে আন্দোলনের নামে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের তদন্তকার্য ব্যাহত করা, সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলনরত প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা, সমস্যাটি সমাধানের দাবি করার চেয়ে পত্রপত্রিকায় ঘটনাটির ব্যাপক প্রচারে অতিউৎসাহী হওয়া, ঢালাওভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক সম্পর্কে আদি রসাত্মক গল্পের অবতারণা করা কোন ধরনের সদিচ্ছা প্রমাণ করে? কোন কোন পত্রিকা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একই ইস্যুতে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর গঠনমূলক আন্দোলনকে প্রচার না করে গুটিকতকের উস্কানিমূলক তৎপরতাকেই জোরেশোরে প্রচার করছে। এ কোন্ সামাজিক দায়বদ্ধতা? এসব কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারই কলঙ্কিত হচ্ছে। গুটিকতক শিক্ষকের অনৈতিক কার্যকলাপের দায়ভার সমগ্র শিক্ষক সমাজের উপর বর্তাচ্ছে। চিড় ধরছে ছাত্র-শিক্ষকের আস্থার পবিত্রতম সম্পর্কে। স্বাভাবিক কারণেই ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহ-শিক্ষা বিরোধী জনমত জোরদার করছে। কেউ কেউ দাবি তুলছে ছাত্রীদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার। যেখানে শুধু মহিলা শিক্ষকরাই ছাত্রীদের পাঠদান করবেন। সুতরাং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কারা লাভবান হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

এ সমস্ত কারণেই দেশের সাধারণ মানুষ মনে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন ধরনের নৈতিক স্খলনের বিরুদ্ধে যেমনি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তেমনি এসমস্ত ঘটনার ব্যাপক প্রচারণার এবং প্রচারসর্বস্ব তৎপরতার মধ্য দিয়ে যারা ঢালাওভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'যৌন নিপীড়নের কেন্দ্র' হিসেবে চিত্রিত করে ফায়দা লুটতে চায় তাদের সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উন্নত মানবিক মূল্যবোধ এবং মুক্তচিন্তার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠুক এটা সকলেরই কাম্য।